শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
চট্টগ্রাম-৪২১১।
www.bfri.gov.bd

পত্র নং- ২২.০৪.০০০০.০১৪.৩৮.০৩.২৩.১১৩৯ তারিখ: ০৪.০৭.২০২৩ খ্রি.।

বিষয়: আগর রিসার্চ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপি নির্ধারিত স্থান বুঝিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে।
সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের পত্র নং-২২.০৪.০০০০.০৩৯.৩৪.০০১.২২. ৪১৮; তারিখ: ০৪ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক **সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন** শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে আগর রিসার্চ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ রয়েছে। তাছাড়া, এপ্রিল/২০২৩ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে (আলোচ্যসূচী-২.২.৭) ডিপিপি নির্ধারিত স্থানে আগর রিসার্চ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণের বিষয়ে এডিপি পর্যালোচনা সভার সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে (কপি সংযুক্ত)। সে মোতাবেক, নির্ধারিত স্থানে আগর রিসার্চ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণের কার্যক্রম দ্রুততর সময়ে শুরু করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

প্রকল্প পরিচালক
সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন
প্রযুক্তি উদ্ভাবন শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ বন
গবেষণা ইনস্টিটিউট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম-৪২১১।

ড. রফিকুল হায়দার
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম-৪২১১।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২. সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৩. বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন), বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম (এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হলো)।
৪. বিভাগীয় কর্মকর্তা, মেরামত প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম (এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হলো)।
৫. নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
৬. ডিপিপিআই শাখা, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
৭. অফিস কপি।

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৬ শাখা

এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি. মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	২২ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	দুপুর ০২.৩০মিনিট
স্থান	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ ও জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ৩০ টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৬৩৭৩১.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ৩৪৬৩৬.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৫৩৮.১৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২০০৯৮.৭১ লক্ষ টাকা) এবং আর্থিক ব্যয় ২৯০৪০.৪০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৯৬৮.৯২ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২০০৭১.৪৮ লক্ষ টাকা)। তিনি জানান, এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত জাতীয় গড় অগ্রগতি ৫০.৩৩%, কিন্তু মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অগ্রগতি এডিপি বরাদ্দের ৪৫.৫৬%। অতঃপর প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.০। আলোচনা:

২.১ আলোচ্যসূচি-১:
গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী/আপত্তি না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২.২ আলোচ্যসূচি-২:
সভায় জাতীয় অগ্রগতির নিম্নে থাকা প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ এবং প্রকল্পের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপসচিব (পরিকল্পনা-৬) জাতীয় অগ্রগতির নিম্নে থাকা প্রকল্পসমূহের তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন।

২.২.১ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল: পরিবেশ অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প; জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০২৩ (৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) (প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৫৬৩.৭৪১ লক্ষ টাকা)।

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপি-তে প্রকল্পটির অনুকূলে ৪৫১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে, এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১১৭.১৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৯৮%। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, আরএডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের পূর্ত কাজের বিল প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় হবে। সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক আগামী অর্থবছরে কক্সবাজার অফিসের কার্যক্রম শুরু করা হবে।

সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: উন্নয়ন অনুবিভাগ, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।

২.২.২ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল: শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প; জানুয়ারি, ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২৩ (প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৭৯৮.৭৪১ লক্ষ টাকা)।

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপি-তে প্রকল্পটির অনুকূলে ১২৮২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে, এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৭৭৮.৬৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৪২.০৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৪২.২৮%। প্রকল্প পরিচালক সৈয়দা মাছুমা খানম জানান যে, মে' ২০২৩ মাসের মধ্যে বিল প্রদান করা হলে ৬২% অগ্রগতি সম্পন্ন হবে। সভাপতি বলেন এ প্রকল্পের কাজগুলো দৃশ্যমান হচ্ছে না। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, এ প্রকল্পের অনেকগুলো কাজ একসাথে হচ্ছে, যেমন: বেশ কয়েকটি টিভিসি নির্মাণ করে তা চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঢাকায় শীঘ্রই শব্দ সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনুষ্ঠান করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে। হাইড্রোলিক হর্ন বন্ধে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিতে হবে এবং মোবাইল কোর্টে প্রয়োজনীয় পুলিশ ফোর্স নিশ্চিতকরণের জন্য আইজিপি-কে অনুরোধ জানাতে হবে। সচিব মহোদয় বলেন, ঢাকা শহরের সকল গাড়ী'র সামনে ও পিছনে নো-হর্ন সংক্রান্ত স্টিকার লাগানোর কথা থাকলেও এখনো তা দৃশ্যমান হচ্ছে না। তিনি বলেন, সচিবালয়ে ও অন্যান্য অফিসে প্রাধিকারভূক্ত সকল গাড়িতে নো হর্ন স্টিকার লাগাতে হবে। ঢাকা শহরের ফ্লাইওভারের পিলারগুলোতে শব্দদূষণ বিরোধী মেসেজ সুসজ্জিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে অন্তত ২ সপ্তাহব্যাপী শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সভাপতি বলেন, হাইড্রোলিক হর্ন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক) হাইড্রোলিক হর্ন বন্ধে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

খ) সচিবালয়ে ও অন্যান্য অফিসে প্রাধিকারভুক্ত সকল গাড়িতে নো-হর্ন স্টিকার লাগাতে হবে;

গ) ঢাকা শহরের ফ্লাইওভারের পিলারগুলোতে শব্দদূষণ বিরোধী মেসেজ সুসজ্জিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে;

ঘ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: উন্নয়ন অনুবিভাগ, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।

২.২.৩ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল: এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এইচপিএমপি স্টেজ-২) ফর কমপ্লায়েন্স উইথ দ্যা ২০২০ এ্যান্ড ২০২৫ কন্ট্রোল টার্গেটস আন্ডার দ্যা মন্ট্রিল প্রটোকল; জানুয়ারি, ২০২১- জুন, ২০২৫ (প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৫৪২.০০ লক্ষ টাকা)।

আলোচনা: প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ ১টি কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় তারা কমপ্লাইয়েন্স করতে পারছেনা। সচিব উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে সরকারি দাবী পাওনা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত: নন-কমপ্লায়েন্ট কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।

২.২.৪ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল: মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো-পার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প; (জানুয়ারি, ২০২০- ডিসেম্বর, ২০২৩); [প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩২২৩.৮২ লক্ষ টাকা]।

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে, এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত ৩১৮.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ২৭.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৫.৪১%। প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), বন অধিদপ্তর জানান, বন অধিদপ্তরের আওতায় জাতীয় গড় অগ্রগতির নিম্নে থাকা প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২ টি প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত কম। তন্মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের চাহিদাপত্র জেলা প্রশাসক কার্যালয় হতে আজকেই পাওয়া যাবে এবং সে মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত এ অর্থবছরের কাজ যথাসময়ে শেষ হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান, জেলা প্রশাসক হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্র মোতাবেক অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের টাকা প্রকল্পের ৩ টি প্যাকেজ হতে প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট কাজের বিল পরিশোধ করা হলে অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। সভাপতি ক্ষতিপূরণের টাকা দ্রুত পরিশোধ করার নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), বন অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক।

২.২.৫ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল: শেখ রাসেল এভিয়ারি ও ইকো-পার্ক স্থাপন, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত); জানুয়ারি, ২০১৮ -জুন, ২০২৪ (প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৬৩১.০২ লক্ষ টাকা)।

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপিতে ৮১৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে, এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত ৫০৯.৯০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ৯৩.৮৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১১.৫০%। প্রকল্প পরিচালক জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাস জানান, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ তাদের অংশের কাজ জুন, ২০২৩ মাসের মধ্যে শেষ করতে পারবে মর্মে জানিয়েছেন। প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), বন অধিদপ্তর বলেন, এ প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ গণপূর্তের, ফলে তাদের রিকুইজিশনের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ করা হলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। সভাপতি জুন, ২০২৩ মাসের মধ্যে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন। সভায় অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্বে থেকেও পিছিয়ে পড়া প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখায় ধন্যবাদ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত: জুন, ২০২৩ মাসের মধ্যে নির্ধারিত কাজ শেষ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: উন্নয়ন অনুবিভাগ, প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) এবং প্রকল্প পরিচালক।

২.২.৬ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল: Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL); জুলাই, ২০১৮- ডিসেম্বর, ২০২৪ (প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫০২৭২.১৭ লক্ষ টাকা)।

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৩৭৭০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে, এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ১৭৫৫৩.৮০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৪৩১.৫৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৪৩%। প্রকল্প পরিচালক জনাব গোবিন্দ রায় বলেন, প্রকল্পের এ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের আওতায় ২ টি প্যাকেজের কাজ সম্পাদনের জন্য FAO' র সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আলোচনা চলছে।

ডিপিপি অনুযায়ী ২য় প্যাকেজে ১৮টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান রয়েছে, তন্মধ্যে শুধু ৮টি প্যাকেজের কাজ সম্পাদনের জন্য FAO চুক্তিবদ্ধ হতে চাচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, FAO'র সাথে আলোচনা করেই ডিপিপি রিভিশন করা হয়েছে, সুতরাং এ মুহূর্তে ১ টি প্যাকেজের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে ২য় প্যাকেজের বিষয়টি সমাধান করার জন্য তাদের সাথে নেগোসিয়েট করতে হবে। তিনি বলেন, সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে World Bank-এর সাথে সভা করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি সমাধান করতে হবে। সভাপতি এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত: ক) FAO' র সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
খ) World Bank এর সাথে সভা করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), বন অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।

২.২.৭ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল: সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন শীর্ষক প্রকল্প; জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬ (প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৭৯২.৩৪ লক্ষ টাকা)।

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৩০৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে, এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ১০৭৪.৫৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯১.৯৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২.৯৯%। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় ল্যাবরেটরি যন্ত্রাংশ ক্রয় জুন, ২০২৩ মাস নাগাদ সম্পন্ন হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ল্যাবরেটরির যন্ত্রাংশের অপারেশনাল সিস্টেম বুঝে নিতে হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান, আগর রিসার্চ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পরিপত্র মোতাবেক ডিপিপি'তে নির্ধারিত স্থান পরিবর্তন করতে হলে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে এবং পরিকল্পনা কমিশনের অনুমতি ব্যতীত তা করা যাবে না। সভাপতি ডিপিপি তে নির্ধারিত স্থানে ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কেউচিয়া সিলভি কালচার রিসার্চ স্টেশন-কে মাদার ফিল্ড হিসেবে ইনোকুলেশন কার্যক্রম চলছে। তিনি বলেন, এ কার্যক্রমকে গতিশীল করতে বিকল্প মাদার ফিল্ড হিসেবে বন অধিদপ্তরের ফাসিয়াখালি রেঞ্জ, কক্সবাজারসহ ৩ টি স্থাণে বিকল্প মাদার ফিল্ড করা যেতে পারে। সভায় এ বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ডিপিপি তে নির্ধারিত স্থাণে আগর রিসার্চ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রকল্প পরিচালক।

২.২.৮ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল: বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ (এসভিএফবিএস) প্রকল্প; জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪ (প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬১০.০০ লক্ষ টাকা)।

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ২৯২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে, এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ১৭৪.৫৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪৭.১১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০%। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম জানান, প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে চলছে। প্রকল্পে কোন সমস্যা নেই।

সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এবং প্রকল্প পরিচালক।

৩.০ বিবিধঃ

৩.১ গত ২১ মার্চ, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিম্নোক্ত অনুশাসন সভায় পাঠ করা হয় এবং তা প্রতিপালন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়:

ক) দারিদ্র্য বিমোচনে ইতোমধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হওয়ায় প্রকল্পের নামকরণে দারিদ্র্য বিমোচন শব্দসমূহ পরিহার করে যথাযথ শব্দ ব্যবহার করতে হবে;

খ) যথাসময়ে ও গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে;

গ) যে সকল প্রকল্পে গাড়ী ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে, সে ক্ষেত্রে পিপিআর-এর বিধান অনুসরণপূর্বক প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর নিকট থেকে গাড়ি ক্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়াধীন সকল অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থা প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৩.২ সভাপতি বলেন, পরিবেশগত ছাড়পত্র যথাসময়ে দিতে হবে এবং বিলম্ব হলে তার কারণ জানাতে হবে যাতে জনমনে এ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা না হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, ছাড়পত্রের জন্য এমন কোন ডকুমেন্ট চাওয়া হচ্ছে কিনা যা সেবা গ্রহীতা দিতে পারবে না সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ছাড়া, ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি ক্লোজ মনিটরিং করতে হবে। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ মোতাবেক এখন থেকে সফটওয়ার এর মাধ্যমে ছাড়পত্র প্রদানের কাগজপত্র জমা দেয়া যাবে, ফলে ছাড়পত্র প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যাবে।

সিদ্ধান্ত: ক) পরিবেশগত ছাড়পত্র যথাসময়ে দিতে হবে এবং বিলম্ব হলে তার কারণ সেবা গ্রহীতাকে জানাতে হবে;

খ) স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম ক্লোজ মনিটরিং করতে হবে ।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।

৩.৩ সচিব বলেন, অতীতে বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের অবস্থা খারাপ থাকলেও বর্তমানে এই শিল্পের অবস্থা ভাল হচ্ছে। শিল্পটি লাল ক্যাটাগরীভুক্ত হওয়ায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এর সাথে জড়িত ব্যবসায়ীগণ ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি বলেন, জরুরিভিত্তিতে ক্যাটাগরী সংশোধনের বিষয়টি সমাধান করতে হবে যাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি না হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, এ মুহূর্তে ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে জাহাজ ভাঙ্গার আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। সচিব বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে বিধিমালা আংশিক সংশোধনের প্রস্তাব ড্রাফটিং ও লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন নতুন বিধিমালাটি জনগণ যাতে সহজেই বুঝতে পারে সে জন্য একটি হেল্প ডেস্ক/ অনলাইন টিউটোরিয়াল এর ব্যবস্থা করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: ক) জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের আবেদনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে;

খ) দ্রুত সময়ের মধ্যে বিধিমালার এ সংক্রান্ত অংশের সংশোধনের প্রস্তাব ড্রাফটিং ও লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।

৩.৪ সভাপতি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, মৌলভীবাজার' ও 'ইকো-ট্যুরিজম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাধবকুন্ড ইকোপার্কে ক্যাবল কার স্থাপন' প্রকল্প ২টির অনুমোদন প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা জানতে চান। প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) জানান, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, মৌলভীবাজার' প্রকল্পটির জনবলের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের নামকরণ অনুমোদনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া, 'ইকো-ট্যুরিজম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাধবকুন্ড ইকোপার্কে ক্যাবল কার স্থাপন' প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রকল্প দুটি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত: 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, মৌলভীবাজার' ও 'ইকো-ট্যুরিজম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাধবকুন্ড ইকোপার্কে ক্যাবল কার স্থাপন' প্রকল্প ২টি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: উন্নয়ন অনুবিভাগ এবং প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), বন অধিদপ্তর।

৩.৫ সভাপতি চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও নিলফামারীতে ইকোপার্ক নির্মাণের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) জানান, নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় ইকোপার্ক তৈরির জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে মূল প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাবে। তিনি জানান, ময়মনসিংহের ভালুকার হবিরবাড়িতে ইকোপার্ক স্থাপণের জন্য পরিকল্পিত স্থানটির অন্তর্গত নিষ্কন্টক জমি নিয়ে ইকোপার্কের প্রস্তাব পাঠানো হবে। সভাপতি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় ইকোপার্ক ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।

সিদ্ধান্ত: ক) চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও নিলফামারীতে ইকোপার্ক স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে;

খ) চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় ইকোপার্ক ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), বন অধিদপ্তর।

৩.৩ সচিব মহোদয় বলেন, প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে BEST প্রকল্পটির কার্যক্রম জুলাই, ২০২৩ মাস হতে শুরু হবে। এ প্রকল্প সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। তিনি প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের প্রস্তাব দেয়ার জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর- কে নির্দেশনা দেন। সভাপতি এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন।

সিদ্ধান্ত: BEST প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: উন্নয়ন অনুবিভাগ এবং মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।

৪.০ সভাপতি এ অর্থবছরের এডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.
মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন
মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২২.০০.০০০০.০৮৩.০৬.০০১.২২.১৫৫

তারিখ: ১ আষাঢ় ১৪৩০
১৫ জুন ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
২) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৫) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) অতিরিক্ত সচিব, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৭) প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), বন অধিদপ্তর
৮) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
৯) যুগ্মসচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১০) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
১১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-১ শাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১২) উপসচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৪) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৫ শাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৫) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
১৬) উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, পরিকল্পনা উইং, বন অধিদপ্তর
১৭) সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৮) সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, মন্ত্রীর দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৯) পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা, পরিবেশ অধিদপ্তর

আসমা শাহীন
উপসচিব